ট্রান্সওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, জুন ২০২৪।

১. শুক্লবস্ত্র – ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে শেষ কাল যখন উপস্থিত হবে, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার লোকরা, যাঁরা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করেছেন, এসে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াবেন। (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯,১৪)

২. কে যাবে – প্রভু আপনাকে, খ্রীষ্টের একজন অনুসারীকে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন মহান আজ্ঞা পালনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য। সেই ব্যক্তি যদি আপনি না হন, তাহলে কে হবেন? আর এখনই যদি না হয়, তবে কবে হবে? আপনি তাঁকে ধন্যবাদ দিন তাঁর এই আমন্ত্রণের জন্য আর তাঁর এই প্রতিজ্ঞার জন্য যে তিনি আপনাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না, কিন্তু সর্বক্ষণ আপনার সাথে থাকবেন।(মথি ২৮:২০)

৩. অবদান – 'আমি কাহাকে পাঠাইব? আমাদের পক্ষে কে যাইবে?' (যিশাইয় ৬:৮)। প্রার্থনা করুন যে আমাদের প্রভু, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আপনাকে দেখিয়ে দেন আপনি সেই মহান আজ্ঞা সাধন করার ক্ষেত্রে কি ভাবে অবদান রাখতে পারেন।

৪. আন্তরিক আকাঙ্খা – 'আত্মা কি মাৎসর্য্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন?' (যাকোব ৪:৫)। সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের আন্তরিক আকাঙ্খা আছে। প্রার্থনা করুন যেন আপনার সেই একই আকাঙ্খা থাকে আর যেন ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করেন যাতে তাঁর উপস্থিতিতে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে আপনি সফল হতে পারেন।

৫. পরীক্ষা – 'আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর' (মথি ৬:১৩)। আমরা কী ভাবে প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারি? আমরা এটা স্বীকার করে নিই যে আমাদের নিজেদের শক্তিতে এটা করতে পারি না। আমরা যদি তার কাছে চাই তাহলে তিনি আমাদের বিজয় দিতে আগ্রহী হবেন।

৬. নিশ্চয়তা – 'আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান'(রোমীয় ৮:১৬)। আমাদের নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বরকে প্রেম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যীশুর মাধ্যমে আমরা এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আসতে সক্ষম হই। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে তাঁর প্রেম এখন আমাদের হৃদয়ে সেচিত হচ্ছে। (রোমীয় ৫:৫)

৭. শত্রুদের প্রতি প্রেম – 'তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও' (মথি ৫:৪৪)। যীশু ঠিক এমনটাই করেছিলেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, আমাদের যারা ঘৃণা করে, তাদের প্রেম করতে এবং তাদের মঙ্গল কামনা করতে সক্ষম করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়ের পথ।

৮. সম্পদ – '[ঈশ্বর]যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন.....যেন পরের উপকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান্ হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়' (১ তীমথিয় ৬:১৭-১৮)। আমরা যখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করি আর উদার হই, আমাদের সম্পদ অনন্তকালীন তাৎপর্য লাভ করে এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

৯. বিবাহ – 'এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে?' (মথি ১৯:৫)। বিবাহের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার মঙ্গলজনক

অনুক্রম হলো – স্বশাসন, দায়িত্ব, নবমিলন। বাইবেলের থেকে পাওয়া স্পষ্ট নির্দেশের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিন।

১০. খ্রীষ্টে আশীর্বাদপ্রাপ্ত – হে প্রভু, আগে আমি প্রার্থনা করতাম যেন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করেন। তা সত্ত্বেও, এখন আমি উপলব্ধি করি যে আপনি নিজেকে দান করে আমাকে ইতিমধ্যেই আশীর্বাদ করেছেন। সমস্ত আশীর্বাদের উৎস – স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, এখন আমার অন্তরে বিরাজ করেন। সমস্ত আশীর্বাদ আপনার থেকে আসে আর আমার সমস্ত প্রয়োজন মিটাবার জন্য আমি আপনার উপরে নির্ভর করি।(ইফিষীয় ১:৩)

১১. খ্রীষ্টে মনোনীত – হে প্রভু কেউ যে আমাকে চাইবে, সেটা আমি কল্পনাই করতে পারি না, কিন্তু আপনি আমাকে চেয়েছেন! আপনি আপনার মহৎ প্রেমের জন্য আমাকে মনোনীত করেছেন। এমন কি আপনি আমাকে 'খ্রীষ্টে থাকতে' মনোনীত করেছেন যাতে আমরা একসাথে থাকতে পারি। আমি চাই যেন আপনি আমাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেন যাতে আমি পবিত্রতায় চলতে পারি। (ইফিষীয় ১:৪)

১২. খ্রীষ্টে দত্তক গ্রহণ – আপনাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, যাতে ঈশ্বরের পরিবারে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছেন! যদিও আমি দিয়াবলের একজন অসৎ সন্তান ছিলাম, তবু আপনার পরিবারে আপনি আমাকে গ্রহণ করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমাকে উদ্ধার করেছেন এবং আমাকে পুনরুদ্ধার করেছেন। আপনি আমাকে আপনার সাথে যুক্ত করেছেন যাতে আপনি ঈশ্বরের সন্তান হতে পারি। আপনি একজন প্রেমময় স্বর্গীয় পিতা হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই! (ইফিষীয় ১:৫)

১৩. খ্রীষ্টে গৃহীত – করুণাময় ঈশ্বর, প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্যি খুবই কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে আমার যখন মনে হয় যে আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু এখন আমি জানি যে একবার যখন আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছি, তখন আমি খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়েছি। আমার মধ্যে খ্রীষ্টের উপস্থিতির কারণে আপনি এখন আমাকে গ্রহণ করেছেন। ধন্যবাদ দিই, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, কেননা এখন ঈশ্বর পিতার কাছে আপনি আমাকে গ্রহনযোগ্য করেছেন! (ইফিষীয় ১:৬)

১৪. খ্রীষ্টে ক্ষমাপ্রাপ্ত – দয়াময় ঈশ্বর, অন্যকে ক্ষমা করা কঠিন বিষয়, কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করা আরও বেশী কঠিন। কেন, সেটা এখন আমি বুঝতে পারছি। ক্ষমা হচ্ছে এমন একটি দান যা সর্বপ্রথমে আপনার কাছে আমাকে পেতে হবে। আমি আমার পাপ স্বীকার করছি আর আপনার ক্ষমা লাভ করছি। আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনার ধন্যবাদ করি! আমি এখন নিজেকে ক্ষমা করি। আমার উপরে যারা অন্যায় করেছে তাদের ক্ষমা করতে আমাকে সক্ষম করুন। (ইফিষীয় ১:৭)

১৫. নির্ভরতা – গীত রচয়িতার সাথে প্রার্থনা করুন: 'হে ঈশ্বর, আমার কাকুক্তি শ্রবণ কর, আমার প্রার্থনায় অবধান কর। চিত্ত অবসন্ন হইলে আমি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে তোমাকে ডাকিব; আমা অপেক্ষা উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও। কেননা তুমি হইয়াছ আমার আশ্রয়, শত্রু হইতে রক্ষাকারী দৃঢ় দুর্গ।' অন্ধকারের মধ্যেও প্রভুর উপরে নির্ভর করুন। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পথ জানেন।

১৬. ভারহীন – 'কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়'(১ যোহন ৫:৩)। অনেকেই যেমন বলে থাকে তার ঠিক

উল্টো, প্রভুর বাধ্য হওয়া কারুর জন্য বোঝা নয়! আসুন এই যাত্রায় পবিত্র আত্মার সাহায্য যাচ্ঞা করি যাতে আমরা প্রভুর সম্মুখে পবিত্র মানুষের ন্যায় চলতে পারি।

১৭. দুশ্চিন্তা – বেকারত্ব, অসুখ, সন্তান এবং অন্যান্য কারণ একজন পুরুষের হৃদয় থেকে শান্তি হরণ করে নিতে পারে। প্রভু, আমরা আমাদের সেই ভাইদের জন্য প্রার্থনা করি যাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আর চাই যেন তাঁরা কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করেন, কিন্তু প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তাঁদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত করেন। (ফিলিপীয় ৪:৬)

১৮. বিচক্ষণতা - প্রতিদিন আমরা কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি! পরিবারে, কার্য্যক্ষেত্রে, মণ্ডলীতে, আমরা চাই যেন আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। প্রভু এবং তাঁর পরিচালনার অন্বেষণ করা হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ (প্রেরিত ১৬:৬-১০)। তিনি দ্বার খুলে দিতে পারেন কিন্তু সেগুলি বন্ধও করে দিতে পারেন! পিতা, আপনার পরিচালনা বুঝবার বিচক্ষণতা যাচ্ঞা করি!

১৯. আস্থা – 'কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না;....সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী; তাহাদিগকে ভয় করিও না' (গনণাপুস্তক ১৪:৯)। আমরা যখন আমাদের জগতের উত্থান-পতনের উপর লক্ষ্য স্থির করি, তখন মনে হয় যেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা খুবই ভীতিজনক। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরকে যখন আমরা জানতে পারি, তখন আমরা প্রত্যাশা সহকারে উর্দ্ধে এবং সম্মুখে দৃষ্টি দিতে পারি। সুতরাং, আমরা আত্মবিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করি!

২০. শিক্ষাদান – সন্তানদের যা শেখানো হয়, তারা সেটাই শেখে। যা তারা আয়ত্ব করে সেটা থেকে যায় এবং তাদের ভবিষ্যতের আচরণ তার উপর নির্ভর করে। পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে 'বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।' (হিতোপদেশ ২২:৬)। প্রভু, আমাদের – পিতা-মাতাদের, আপনার পথে আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার আনন্দ দান করুন।

২১. অবসন্ন – 'হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আবার তাঁহার স্তব করিব; তিনি আমার মুখের পরিত্রাণ ও আমার ঈশ্বর।' (গীতসংহিতা ৪২:১১)। আপনার জীবন যখন ঈশ্বরে সুরক্ষিত থাকে, তখন আপনি আপনার মন, আপনার ইচ্ছা এবং আবেগের নিয়ন্ত্রণও তাঁর কাছে সমর্পন করতে পারেন। আপনাদের অবসন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

২২. অহংকার – 'ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।' (১ পিতর ৫:৫)। অহংকারই হচ্ছে পাপের প্রধান উৎস। এটা হচ্ছে, যিনি তাঁর সম্মান ও গৌরবের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা। নিজের প্রতি সৎ হন, আপনার নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে একটা পরিমিত দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করুন এবং ঈশ্বরে সমর্পিত হন। তিনি নম্রদের উচ্চকৃত করতে আনন্দিত হন।

২৩. স্বরূপান্তর – 'আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি।' (রোমীয় ১২:২)। আমাদের আচার ও ব্যবহারকে গঠন করার সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র হলো আমাদের মন। ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর আত্মাকে আপনার চিন্তার ধরণকে রূপান্তরিত করতে দিন এবং আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন।

২৪. দৃষ্টিকোণ – 'বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি.....' (ইব্রীয় ১২:২)। আমাদের নিজেদের পাপ ও অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের করা মন্দ আচরণ থেকে অনন্তকালীন প্রত্যাশা এবং পরিত্রাণ একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যেমেই আসতে পারে। সুসমাচারের সুসংবাদের উপরে মনোযোগ দিন। আপনার জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে প্রার্থনা করুন।

২৫. প্রত্যাশা – 'প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।'(রোমীয় ১৫:১৩)। প্রত্যাশার অভাব বিষণ্নতা, উদ্বেগ, এবং মানসিক অসুস্থতার দিকে চালিত করে। প্রভুর প্রতি যখন আপনাদের প্রত্যাশা থাকে, তখন আপনি অপরিমেয় সম্পদের জন্য তাঁর জীবনরেখা ব্যবহার করেন।

২৬. বিশ্বাস – 'আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।'(ইব্রীয় ১১:১)। যাঁরা ঈশ্বরের বাক্য শোনেন এবং অন্তরে গ্রহণ করেন তাঁদের জন্য বিশ্বাস হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া একটি উপহার। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের সন্তানের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার নিশ্চিতকরণ। প্রার্থনা করুন আপনি যেন এমন মানুষ হতে পারেন যিনি পবিত্র আত্মার পরিচালনায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

২৭.কষ্ট সহ্য – '.....কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে......'(রোমীয় ৫:৩)। এখন ও এখানে যা হচ্ছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি। এমনকি কষ্ট সহ্য করাও ঈশ্বরের পরিকল্পনার শেষ কথা নয়। তিনি আমাদের প্রয়োজনে তাঁর কাছে আমাদের আহবান করেন এবং সহ্য এবং অতিক্রম করার শক্তি লাভ করবার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতে আমাদের প্রশিক্ষিত করেন।

২৮. বন্ধুত্ব – 'বন্ধু সর্ব্বসময়ে প্রেম করে, ভ্রাতা দুর্দ্দশার জন্য জন্মে।'(হিতোপদেশ ১৭:১৭)। প্রতিটি মানুষের একজন ভালো বন্ধুর প্রয়োজন হয়, একজন বন্ধু যিনি সৎ এবং বিশ্বস্ত এবং যিনি এমন কথা বলেন যা তাঁর শোনা দরকার। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো যে যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁর বন্ধু বলে সম্মোধন করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি এখনো আমাদের সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। তাঁর উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রাখুন!

২৯. শেষ কথা – 'আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার; কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।'(ইয়োবের বিবরণ ৪২:২)। আমাদের ঈশ্বর কত মহান? ইয়োব আবিষ্কার করেছিলেন যে ঈশ্বর সমস্ত মানুষের বোধগম্যতার উর্দ্ধে, পবিত্র, অনন্তকালীন এবং সর্বশক্তিমান। আর এই জগতে তাঁর কথাই শেষ কথা।

৩০. খ্রীষ্টে – 'ইফিষে স্থিত পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী জনগণ সমীপে।'(ইফিষীয় ১:১)। আপনি যদি খ্রীষ্টে থাকেন, তাহলে আপনি একজন পবিত্র ব্যক্তি। আপনি কোথায় বসবাস করেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। চূড়ান্ত বিষয় হলো যে শাখা যেমন দ্রাক্ষালতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তেমনই আপনি তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছেন।(যোহন ১৫:৫) প্রার্থনা করুন যেন আপনি খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকতে পারেন এবং তাঁর জন্য জীবনযাপন করেন।